দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 28 JUL 1990

পৃষ্ঠা ... 2 ... কলাম ... 2

05

বিদেশী বই

বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতি এবং বাংলাদেশ হকার্স ইউনিয়ন জাতীয় চেতনা, ঐতিহ্য ও অর্থনৈতিক বিকাশের স্বার্থে অবৈধভাবে আমদানীকৃত বইপত্র বিক্রয় না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। অবৈধভাবে আমদানী করা দ্রব্য মাত্রই, বই হলেও, চোরাচালানী সামগ্রী হিসেবে গণ্য হয়ে থাকে। স্বাভাবিকভাবেই তার বিক্রয় বিতরণ অপরাধের পর্যায়ে পড়ে। এসব বস্তু বিক্রয় করার ইচ্ছা তাই কেউ এমনিতেও প্রকাশ করতে পারেন না। তবে আমাদের বইপত্রের বাজারে এমন একটা অস্বাভাবিক অবস্থা দাঁড়িয়ে গেছে যে, বিক্রেতাদের সদিচ্ছাই এখন একমাত্র ভরসা। আমরা তাই এ সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাই।

ব্যাপারটা হচ্ছে এই, দেশে বিদেশী বইপত্রের চাহিদা আছে এবং থাকাটাই একটা শুভ লক্ষণ। সব প্রগতিশীল সমাজের পক্ষেই এ এক সাধারণ সত্য। আর এ জন্যেই সব দেশেই বইপত্র আমদানীর উদার ব্যবস্থা থাকে। কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রে এই উদারতা সীমা ছাড়িয়ে গিয়ে গোটা প্রকাশনা শিল্পের জন্যে অস্তিত্বের সংকট হয়ে দেখা দিয়েছে। প্রতিবেশী রাষ্ট্র থেকে বৈধ পথে যে পরিমাণ বইপত্র আসছে তার শতগুণ আসছে চোরাই পথে। সহজ মুনাফার পথ পেয়ে আমাদের পুস্তক ব্যবসায়ীরা প্রকাশনাকে উপেক্ষা করে এইসব বিদেশী বইপত্র বিক্রয়ের উপরই জোর দিচ্ছেন।

উল্লেখযোগ্য যে, আমাদের প্রকাশনা শিল্পের বর্তমান পর্যায়ে প্রকাশ আর বিক্রেতা অভিন্ন। আর অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারাই আমদানী কারকও বটে। এই অবস্থার সুযোগে আমদানী করা বইপত্রের সঙ্গে মিশে চোরাইপথে আনা বইপত্রও ঢালাওভাবে বিক্রয় হচ্ছে অবাধে। কোনটি বৈধভাবে আনা আর কোনটি অবৈধ পথে এসেছে তা নির্ণয় করাও দুঃসাধ্য। তবে সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীরা যেহেতু গোটা ব্যাপারটা সম্পর্কে সবচেয়ে ওয়াকিফহাল, তারা ইচ্ছে করলে তাই সহজেই অবৈধ বইপত্র পরিহার করে বই-এর ব্যবসায়কে পরিচ্ছন্ন করে জাতীয় প্রকাশনার সংকট মোচনের পথ সুগম করতে পারেন। বইপত্রের বিক্রয় বিতরণের দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিদের এই দুই প্রধান সংগঠনের সিদ্ধান্তটি আন্তরিকতার সঙ্গে বাস্তবায়িত হবে বলেই আমরা আশা করি।

জাতীয় প্রকাশনার উপর বিদেশী বইপত্রের ক্ষতিকর প্রভাব কারো কাম্য হতে পারে না। অন্যদিকে জ্ঞানের জানালা বন্ধ করার দাবীও সঙ্গত নয়। বিদেশী বইপত্রের আমদানী তাই অব্যাহত থাকবেই। আর বাজারে বৈধভাবে বিদেশী বইপত্র চালু থাকলে তার সুযোগ নিয়ে কিছু অবৈধ বইপত্র ছেড়ে দেয়ার মত সুযোগ সন্ধানীর অভাব ঘটবে, অতটা আশাবাদী হওয়ার ভরসা পাই না। আমরা তাই মনে করি, কেবল মাত্র ব্যবসায়ীদের আশ্বাসে নির্ভর করে নিশ্চিন্ত হওয়া উচিত হবে না। অন্য কিছু ব্যবস্থার কথা ভাবতে হবে। সেই অন্য ব্যবস্থার একটি হতে পারে এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট আমদানী নীতি। পত্রিকার ক্ষেত্রে যেমন নির্ধারিত পত্রিকার বাইরে কিছু আমদানী করার উপায় নেই, নীতিমালা নির্ধারিত বই-এর বাইরে কিছু আমদানী করার বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নিলে বিষয়টির সুরাহা ঘটতে পারে।

অবশ্য বই-এর ক্ষেত্রে এ ধরনের একটি সুস্পষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন ও তার অনুসরণ নিঃসন্দেহে একটি কঠিন কাজ। কাজটি কে কিভাবে করবেন এক কথায় তা বলে দেয়া মুশকিল। তবে কঠিন বলেই প্রয়োজনীয় দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়া সুস্থতার লক্ষণ নয়। কাজটি তাই করতে হবে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে আমরা তাই এ ব্যাপারে বিশেষ তৎপরতা আশাকরি। দুটি প্রধান বিক্রেতা সংস্থা যখন এ ব্যাপারে সদিচ্ছা নিয়ে এগিয়ে এসেছেন, সুরাহায় উদ্যোগী হওয়ার এটাই প্রকৃষ্ট সময়।